SHUROKKHA
Advocacy for
Employment
Injury Insurance

তৈরি পোশাক শ্রমিকের বর্তমান ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা এবং এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইন্সুরেন্স (ই আই আই) সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধি

On behalf of:
Laudes Foundation

Implemented by:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Partner:
actionaid

ঝুঁকির সংজ্ঞা

ঝুঁকি এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা সম্ভবত হঠাৎ করে ঘটে বা ঘটতে পারে, যা সম্পদ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। ঝুঁকি অনিশ্চিত বিষয় এবং ১০০% পূর্বাভাস করা যাবে না। ঝুঁকিটি অনুমান করার জন্য, বিপজ্জনক ঘটনার সম্ভাব্যতার পাশাপাশি বিপজ্জনক ঘটনার প্রত্যাশিত তীব্রতার পরিণতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

ঝুঁকির প্রকারভেদ

মূল্য ঝুঁকি

বাজারের পণ্যের দাম বৃদ্ধি শ্রমিকদের জন্য অসুবিধা হতে পারে।

চাকরির অনিশ্চয়তা

বাংলাদেশের গার্মেন্টস কর্মীদের মধ্যে চাকরির নিরাপত্তা খুবই কম

সম্পদের ঝুঁকি

হারানো, কিংবা নষ্ট হওয়া, বিশেষ করে সম্পদ, যা উৎপাদনের সাথে জড়িত

স্বাস্থ্য ঝুঁকি

দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, মৃত্যু

আয়ের ঝুঁকি

বেকারত্ব, পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু, দুর্ঘটনার কারণে শারীরিক অক্ষমতা

অন্যান্য ঝুঁকি

অপরাধ: নিজস্ব জিনিস চুরি হতে পারে (ঘরে সঞ্চিত টাকা); হিংস্রতা।

যাতায়াত দুর্ঘটনা: এ দুর্ঘটনার ফলে শ্রমিকের মৃত্যু বা স্থায়ী/ অস্থায়ী অক্ষমতার শিকার হতে পারে

SHUROKKHA Advocacy for Employment Injury Insurance
Laudes Foundation
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
actionaid

একজন শ্রমিকের পোষ্য {বাংলাদেশ শ্রম আইন সেকশন ২(৩০)}

কোন শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তার পোষ্যের ক্ষতিপূরণের জন্য মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার রয়েছে।

নিম্নলিখিত যেকোন আত্মীয় পোষ্য হিসেবে গণ্য হবে:

(ক) একজন বিধবা, নাবালক সন্তান, অবিবাহিত কন্যা বা বিধবা মা

(খ) সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের মৃত্যুর সময় তার আয়ের উপর আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে -

- একজন স্ত্রীহারা স্বামী,
- একজন পিতা বা বিধবা মাতা,
- একজন কন্যা যদি অবিবাহিত বা নাবালিকা বা বিধবা হয়,
- একজন নাবালক ভাই,
- অবিবাহিত বা বিধবা ভগ্নি,
- বিধবা পুত্রবধু,
- মৃত পুত্রের বা কন্যার নাবালক সন্তান, যদি তার পিতা বা পিতামাতা জীবিত না থাকেন,
- দাদা দাদী এবং
- বিবাহ বহির্ভূত ছেলে বা বিবাহ বহির্ভূত কুমারী কন্যা;

পোষ্যদের স্বীকৃতি

- **শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সময় কমপক্ষে একজন উত্তরাধিকারী বা নমিনি মনোনীত করবেন। (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ১৩৬)**
- **পোষ্যকে অবশ্যই তার পরিচয় প্রমাণ করতে হবে।**
- **বর্তমান আইনে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনো প্রকাশিত বিধান নেই।**
- **অনেক উত্তরাধিকারী / পোষ্যদের ক্ষেত্রে আদালত যেভাবে উপযুক্ত মনে করে সেভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।**

কর্মক্ষেত্রে আঘাতের কারণে শ্রমিকরা কি কি সুবিধা পায়?

- আহত শ্রমিকরা হাসপাতালে ভর্তি, সার্জারি, চিকিৎসা, ঔষুধ, সরঞ্জামসহ তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত চিকিৎসা সেবা পাবে।
- অস্থায়ী অক্ষমতার সময় তারা পর্যায়ক্রমে নগদ অর্থ পায়, কিছুদিন অপেক্ষা করার পর (যদি তখনো থাকে) পায় এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বা সর্বোচ্চ পরিশোধের সময়কাল পর্যন্ত সহায়তা পায়।
- প্রকল্পটি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঐ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি অর্থ প্রদান করে; বা শ্রমিকরা খরচ করলে (যেমন ঔষুধ কিনলে) তাদের সেই টাকা পরবর্তিতে দিয়ে দেয়া হয়।

স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ

- অস্থায়ী অক্ষমতার মেয়াদ শেষ হলে, স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিক সারা জীবন পর্যায়ক্রমে নগদ অর্থ পাবেন বা পেনশন সিস্টেমের সাথে সমন্বয় প্রক্রিয়াসহ অবসর গ্রহণের বয়স পর্যন্ত পাবেন।
- অস্থায়ী ক্ষতিপূরণের সমান হারে সম্পূর্ণ স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় এবং আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয় অক্ষমতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে।
- যখন অক্ষমতার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হয় (যেমন $\geqslant$ ২০%) তখন পর্যায়ক্রমিক অর্থ এককালীন বরাদ্দ হিসেবে পরিবর্তন করা যেতে পারে যা বর্তমান মূল্যমান অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়, যদি এখানে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা হয়।
- স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়া এমন শ্রমিক যদি তার কাজটি পুনরায় করতে না পারে তবে সে শারীরিক ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনসহ পুনর্বাসন সেবা পাওয়ার অধিকারী হবে;

ভুক্তভোগিদের জন্য ক্ষতিপূরণ

কর্মসংস্থানে আঘাতের কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ:

- পোষ্যদের অর্থ প্রদান করা হয়।
- শ্রমিকের আঘাতের আগের মাসিক মজুরির গড় মজুরির শতাংশ হিসাবে গণনা করা হয়।
- শতাংশটি পরিবারের কাঠামোর উপর নির্ভর করে (আইএলও সনদ অনুযায়ী: দুটি অল্প বয়সী বাচ্চাসহ একজন বিধবা বা বিধবা ক্ষেত্রে সে হার ৫০% এরও বেশি) দেয়া হয়।
- কোনো বিপত্নীক বা বিধবাকে তাদের জীবনের জন্য বা পুনর্বিবাহের জন্য অর্থ প্রদান করা হয় যত দিন না পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা বড় না হয় বা পরে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়।
- কিছু নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে আঘাত বীমা স্কিমের ক্ষেত্রে: ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণের অংশটি অন্যান্য পোষ্যদের প্রদান করা হয়, প্রধানত যারা মৃত্যুর আগে শ্রমিকের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল।
- একটি শেষকৃত্য ব্যবস্থার ব্যয়ের জন্য শেষকৃত্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ক্ষতিকে চারটি পৃথক জরুরি অবস্থায় শ্রেণী বিন্যাস করেছে:

জরুরি অবস্থা	প্রদেয় অর্থের পরিমান (২০১৮ এর আগে)	প্রদেয় অর্থের পরিমান (২০১৮ এর পরে)
মৃত্যু	১০০,০০০	২০০,০০০
স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতা	১২৫,০০০	২৫০,০০০
স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা	১২৫,০০০ এর নির্ধারণযোগ্য অনুপাত	২৫০,০০০ এর নির্ধারণযোগ্য অনুপাত
অস্থায়ী অক্ষমতা	পরিবর্তনশীল মাসিক প্রদত্ত অর্থ যা শ্রমিকের মাসিক বেতনের অনুপাতে হবে।	

বাংলাদেশ শ্রম কল্যাণ তহবিল এর সারাংশ নিচে দেওয়া হলো

আইনদ্বারা সিদ্ধ	সর্বোচ্চ পরিমাণ (BDT)
১. শ্রম হাসপাতাল / শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র / ক্লিনিক / হাসপাতাল এ কর্মীদের চিকিৎসা সেবার খরচ	৫০০,০০০/=
২. কর্মীদের সন্তানের সাধারণ পড়াশোনার খরচ	২৫,০০০/=
৩. কর্মীদের সন্তানের উচ্চশিক্ষার খরচ	৩০০,০০০/=
৪. দুর্ঘটনা/ শারীরিক, মানসিক অক্ষমতা/ মৃত্যু সাথে	২০০,০০০/=
• অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রক্রিয়া	২৫,০০০/=
• জরুরি চিকিৎসা	৫০,০০০/=
৫. মাতৃত্বকালীন ভাতা	২৫,০০০/=
৬. জটিল রোগ	১০০,০০০/=
৭. বিশেষ দক্ষতার জন্য কর্মীকে পুরষ্কার প্রদান	২৫,০০০/=

কেন্দ্রীয় তহবিল

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০১৫ অনুসারে, রপ্তানি নির্ভর কারখানাগুলো অবশ্যই তাদের বোর্ড নির্ধারিত মূল্য অনুসারে ০.০৩% এই ফান্ডে প্রদান করবে যেখানে সরকার এবং ক্রেতাদের অবদান থাকবে ঐচ্ছিক। ২০১৬ সালের ১ জুলাই থেকে কেন্দ্রীয় তহবিলে অর্থ বিনিয়োগের জন্য রেডিমেড গার্মেন্টস বা আর এম জি খাত থেকে ০.০৩% বোর্ড নির্ধারিত মূল্য সংগ্রহণ করা শুরু হয়েছে। এই অর্থ দুইটি ব্যাংক হিসাবে সমানভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে- একটা অংশগ্রহণকারীর হিসাব এবং আরেকটি অন্যসাপেক্ষ হিসাব। মৃত শ্রমিকের জন্য বরাদ্দ অনুদান তাদের পরিবারের উত্তরাধিকারীদেরকে উক্ত হিসাব থেকে প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত হিসাব থেকে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হয় যদি কারখানা বন্ধ হয়ে যায় বা মালিক শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়।

অংশগ্রহণকারীর হিসাব	অন্যসাপেক্ষ হিসাব
• কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর জন্য সর্বোচ্চ ৩০০,০০০ টাকা। • পেশাগত রোগের জন্য সর্বোচ্চ ৩০০,০০০ টাকা। • কর্মক্ষেত্রে আঘাত কিংবা পেশাগত রোগের কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষমতা হলে সর্বোচ্চ ৩০০,০০০ টাকা। • চুক্তিরত থাকা অবস্থায় মৃত্যু এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে সর্বোচ্চ ২০০,০০০ টাকা। • স্থায়ীভাবে অক্ষম নয়, কর্মক্ষেত্রে আঘাত পাওয়ার জন্য কাজ থেকে বিরতি নিলে সর্বোচ্চ ১০০,০০০ টাকা। • চিকিৎসার খরচ। • অংশগ্রহণকারীর পরিবারের মেধাবি সদস্যদের জন্য বৃত্তি এবং ভাতা । • তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন। • বিশেষ হাসপাতাল তৈরি। • উপরের বিষয় ছাড়া অন্য বিবেচ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় খরচ।	• ফ্যাক্টরি দেউলিয়া অবস্থায় গিয়ে বন্ধ হয়ে গেলে কর্মীদের ক্ষতিপূরণ দিবে। • যৌথ বীমা প্রদান। • স্বাস্থ্য বীমার পরিচয় ঘটানো।

পেশাগত দুর্ঘটনার ও ব্যাধির জন্য চিকিৎসা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া

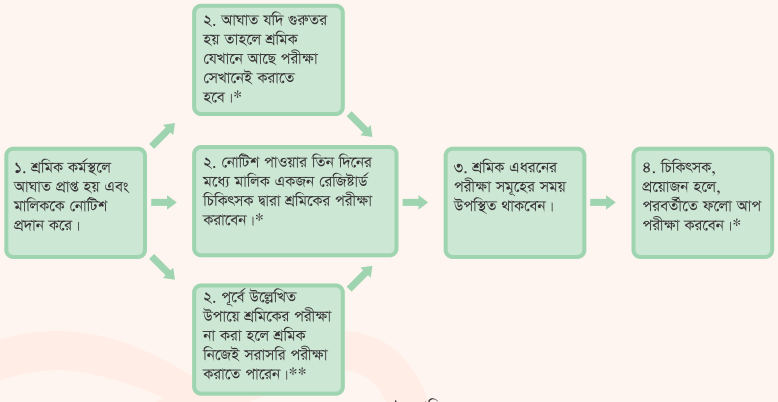

* মালিক সব ব্যয় বহন করবেন

** এধরণের পরীক্ষায় মালিক খরচ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

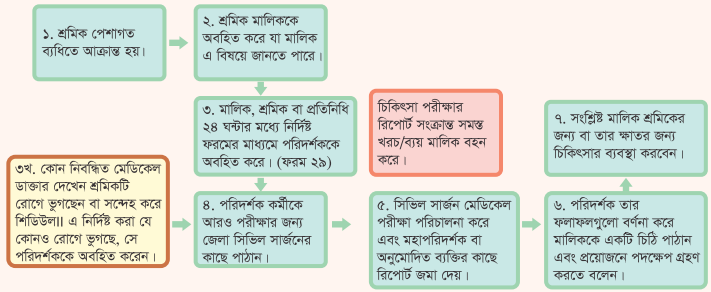

কোন পরিস্থিতিতে পেশাগত দুর্ঘটনাটিকে নিয়োগকর্তার দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় না?

৩ টি বাস্তব পরিস্থিতিতে পেশাগত দুর্ঘটনাটিকে নিয়োগকর্তার দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় না (এবং এটি মারাত্মক দুর্ঘটনা হিসাবে দায়বদ্ধ হয় না)। নিম্নের পরিস্থিতিগুলো কর্মীর প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়:

১. শ্রমিক সে সময় পানীয় বা ড্রাগের প্রভাবের মধ্যে ছিল।

২. সুরক্ষার বিধি ও আদেশগুলো বিষয়ে কর্মীর "ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা"।

৩. কর্মী সুরক্ষা সরঞ্জামগুলিকে 'ইচ্ছাকৃতভাবে অপসারণ বা উপেক্ষা করেছে'।

SHUROKKHA Advocacy for Employment Injury Insurance
Laudes Foundation
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
actionaid

এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইনস্যুরেন্স (ই আই আই) কি?

এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইন্সুরেন্স (ই আই আই) এমন একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা এবং ব্যাধির জন্য চিকিৎসা সুবিধা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

ই আই আই এর বৈশিষ্ট্য

- ই আই আই স্কীম এর তিনটি মূল স্তম্ভ হলো প্রতিরোধ, পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ। অধিকাংশ দেশে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে ই আই আই স্কীম শুরু করা হয়।
- ই আই আই স্কীম প্রচলিত স্বাস্থ্য বীমা নয়। এটি শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করে।
- প্রাথমিক অবস্থায় জাতীয় ই আই আই স্কীম তুলনামূলকভাবে সুসংগঠিত/কাঠামোবদ্ধ শিল্পখাতে চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতেও এই স্কীম সম্প্রসারণ করা হয়।
- তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের প্রায় চল্লিশ লাখ শ্রমিকের জীবিকার সংস্থান করে। একারণে এদেশে একটি পাইলট ই আই আই স্কীম বাস্তবায়নের জন্য এই খাতটিকে সবচেয়ে উপযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ই আই আই স্কীম কোনো বেসরকারী বীমা নয়। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান এই স্কীমটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে এবং সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ত্রিপাক্ষিক পরিচালনা পর্ষদ এর তত্ত্বাবধান করে।
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধি পরবর্তী দায়িত্ব পালনে কোনো মালিক ব্যর্থ হলেও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ই আই আই স্কীম এ আওতাভুক্ত সুবিধা পাবেন।
- ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত মামলা পরিহার করা হবে এই শর্তে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ই আই আই স্কীম থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষকেও বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত অর্থ ই আই আই স্কীম এর তহবিলে নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে।

SHUROKKHA Advocacy for Employment Injury Insurance
Laudes Foundation
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
actionaid

- ই আই আই স্কীম "নো ফল্ট" (দায়মুক্ত) নীতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিটি কার্যকর কারণ আইনি ব্যবস্থায় দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় হয়।

- একটি ই আই আই স্কীম অর্থায়ন করে মালিকপক্ষ। অর্থায়নের করা হয় স্কিম আয়তায় যে সকল শ্রমিক আছেন তাদের বেতনের উপর। আইএলও প্রস্তাব করেছে যে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ই আই আই স্কীম এর তহবিলে তাদের প্রতি শ্রমিকের বেতনের প্রায় ০.৩৩ শতাংশ জমা দিতে হবে। অর্থাৎ, কোনো শ্রমিকের মাসিক বেতন যদি ১০,০০০ টাকা (১১৬ মার্কিন ডলার) হয়, তবে মালিক সেই শ্রমিকের জন্য প্রতি মাসে মাত্র ৩৩ টাকা (০.৩৮ মার্কিন ডলার) ই আই আই স্কীম এর তহবিলে প্রদান করবেন। তবে উল্লেখ্য যে, এই ৩৩ টাকা শ্রমিকের বেতন থেকে কেটে নেয়া যাবে না। এই হিসাবটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখনও অবধারিত নয়। এটি পরবর্তীতে ত্রিপক্ষীয় অংশীদারদের আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হতে পারে।

- ই আই আই স্কীম এর তহবিল থেকে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির ফলে হওয়া আর্থিক ক্ষতির জন্য কোনো প্রকার থোক অর্থ দেয়া হয় না। পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তি ভিত্তিক টাকা দেয়া হয়।

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির ফলে আহত বা প্রতিবন্ধী শ্রমিকের পুনর্বাসন এবং কাজে ফেরায় ই আই আই স্কীম সহায়তা করে।

ই আই আই এর সুবিধাসমূহ

শ্রমিকের সুবিধা

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধি বা অসুস্থতার কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে তাদের জন্য সময়োপযোগী এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করবে ই আই আই স্কীম।

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধি বা অসুস্থতার কারণে কোনো শ্রমিক প্রতিবন্ধী হয়ে থাকলে ই আই আই স্কীম এ অন্তর্ভুক্ত কারিগরি পুনর্বাসন কর্মসূচি তাকে পূর্ব পেশা কিংবা উপযুক্ত বিকল্প পেশায় কাজ করতে সাহায্য করবে।

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধি বা অসুস্থতার কারণে প্রতিবন্ধী হওয়া কোনো ব্যক্তি উপার্জনে অক্ষম হলে ই আই আই স্কীম এর অধীনে তার বাকি জীবনের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন। মৃত শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরাও ক্ষতিপূরণ পাবেন। এই আর্থিক সুবিধার পরিমান দুর্ঘটনার পূর্বে শ্রমিকের সর্বশেষ বেতনের ৬০% পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী হওয়ার পূর্বে কোনো শ্রমিকের বেতন যদি প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা হয়ে থাকে, তবে তিনি তার বাকি জীবনের জন্য প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা করে পাবেন।
- ই আই আই স্কীম এ তালিকাভুক্ত প্রত্যেক শ্রমিকের একটি ব্যাংক একাউন্ট থাকবে এবং ক্ষতিপূরণের দাবি অনুমোদন হলে তার নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে কিংবা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা হবে। এর ফলে প্রতিবন্ধী শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহের জন্য যাতায়াতের বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবেন।
- ই আই আই স্কীম গুরুতর আহত শ্রমিকের জন্য জীবনব্যাপী উন্নততর চিকিৎসা এবং সেবা নিশ্চিত করবে।

ব্র্যান্ড এবং ক্রেতার সুবিধা

- যেসব কারখানা থেকে তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল সামগ্রী আমদানি করে থাকে, সেখানে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক হতাহত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তারা দায়ী থাকবে না।
- এই সুবিধার ফলে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে ব্র্যান্ড এবং ক্রেতারা অধিক আগ্রহী হবে।
- ই আই আই স্কীম জনগণের সার্বিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে অবদান রাখবে।
- অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ই আই আই স্কীম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মালিকের সুবিধা

- দুর্ঘটনা ও অসুস্থতাজনিত আর্থিক ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দিবে জাতীয় ই আই আই স্কীম।
- ই আই আই স্কীম এর আওতায় ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের খরচ সকল মালিকরা সম্মিলিতভাবে বহন করবেন। এর ফলে এককভাবে কোনো মালিককে ক্ষতিপূরণের দায়ভার নিতে হবে না।
- ই আই আই স্কীম বাস্তবায়িত হলে মালিকপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দায়ভার থেকে মুক্ত থাকবেন।
- ই আই আই স্কীম এ পুনর্বাসন সেবা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মালিকরা আহত হওয়া দক্ষ শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) সুরক্ষা নিশ্চিতে উৎসাহী হবেন। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করতে ভূমিকা রাখবে।
- বাংলাদেশে ই আই আই স্কীম বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাবে, কারণ তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানিকারক অন্যান্য সকল দেশেই বিভিন্ন পর্যায়ে ই আই আই স্কীম রয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সুরক্ষার প্রচলিত মডেলের সাথে ই আই আই এর পার্থক্য

	স্বতন্ত্র নিয়োগকারীর দায়বদ্ধতা	সামাজিক বীমা (ই আই আই)
দায়বদ্ধতা	স্বতন্ত্র নিয়োগকারী	কোন ত্রুটি নাই
স্থায়ী অক্ষমতা / বেঁচে যাওয়াদের ক্ষতিপূরণসমূহ	একক পরিমাণ / সীমিত সময়কাল	সমন্বয় করার মাধ্যমে পর্যায় ক্রমিক অর্থ প্রদান
চিকিৎসা সেবা	সীমিত সময়কাল	যতদিন প্রয়োজন
পুনর্বাসন	পাওয়া যাবে না	পাওয়া যাবে
ক্ষতিপূরণসমূহ প্রদান করা	নিশ্চিত নয়	নিশ্চিত /দ্রুত
প্রতিরোধ	অর্থ পাওয়া যাবে না	অর্থ পাওয়া যাবে
অর্থায়ন	স্বতন্ত্র	সমষ্টিগত
ঝুঁকির দায়বদ্ধতা	স্বতন্ত্র	সমষ্টিগত
নিয়োগকর্তার দেউলিয়া হওয়া	হ্যা হয়	না
কার্যকর আওতাভূক্ত	সামান্য	বিস্তৃত

কোন দুর্ঘটনাগুলো ই আই আই এর অন্তর্ভুক্ত?

পেশাগত দুর্ঘটনা সাধারণত প্রায়ই ঘটে থাকে, পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে এবং যেগুলো কাজের বাইরে বা কাজের সময় সংঘটিত হয় (যেমন কোনো অর্থনৈতিক লেনদেনে নিযুক্ত থাকাকালীন, বা কর্মস্থলে থাকাকালীন, বা নিয়োগকর্তার কাজ করা কালীন) এমন ঘটনাগুলোকে বোঝানো হয়ে থাকে।

কোন ঘটনাগুলো ই আই আই এর অন্তর্ভুক্ত নয়?

কোনো দুর্ঘটনা পেশাগত দুর্ঘটনা হিসাবে বিবেচিত না হওয়ার কারণ হলো যখন নিয়োগকর্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি যেমন যুদ্ধ, দাঙ্গা, অপরাধ, মহামারী বা ভূমিকম্প বা সুনামি, যার জন্য নিয়োগকারীকে দায়ী করা যায় না। অপরাধমূলক আচরণ যেখানে কোনো ব্যক্তি জানার পরও বা সুস্পষ্ট ঝুঁকি উপেক্ষা করে বা অন্যের জীবন এবং সুরক্ষা উপেক্ষা করে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বীমা বা ই আই আই প্রকল্প কিভাবে অর্থায়ন করা হয়?

নিয়োগকারীরা নিয়মিতভাবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বীমাতে জাতীয় তহবিলের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বীমাতে তাদের তহবিলগুলো প্রদান করে থাকে। এই তহবিলটি সাধারণত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত, যা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির শিকার ব্যক্তিদের (এবং তাদের পরিবার) স্বাস্থ্যসেবা এবং পর্যায়ক্রমে সুবিধা প্রদান করে থাকে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির ক্ষতিপূরণ পেতে শ্রমিকদের আদালতে যাওয়ার দরকার নেই।

SHUROKKHA Advocacy for Employment Injury Insurance
Laudes Foundation
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
actionaid

কোনটি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বীমা বা ই আই আই নয়?

- বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত বেসরকারী বীমা স্কীম।
- এমন কোনো নিয়োগকারী কর্মীদের ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা যারা এই স্কীমে নিশ্চিত নয় বা কোনো সহায়তা করেনি ।
- সামাজিক সহায়তা স্কীম যা অ-পেশাগত স্বাস্থ্য ক্ষতির জন্য স্বাস্থ্যসেবা বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে।
- বার্ধক্য বা ব্যবসায়িক দুর্ঘটনা বা রোগের সাথে সম্পর্কিত এমন অন্য কোনো পরিস্থিতির জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে এমন কোনো বীমা।

ট্রায়াল বা ব্রিজিং সল্যুশনের বিস্তারিত

ট্রায়াল বা ব্রিজিং সল্যুশনের পরিকল্পনার দুটি পদ্ধতি প্রস্তাব করে:

- বিদ্যমান স্বল্প-মেয়াদী ক্ষতিপূরণ এবং সেবাসমুহের (ফ্যাক্টরি পর্যায়ে এবং চিকিৎসা সেবায়) সক্ষমতা জোরদার করা। ট্রায়াল বা ব্রিজিং সল্যুশনের এই অংশটি বর্তমান আইনী কাঠামোর মধ্যে রয়েছে।
- দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিপূরণের জন্য (স্থায়ী অক্ষমতা এবং ভুক্তভোগীর আজীবন অবসর ভাতা) মালিকদের মধ্যে রিস্ক পুলিং পন্থা পরীক্ষা করা।

ট্রায়াল বা ব্রিজিং সল্যুশনের এ দুটি পদ্ধতি একই সাথে পরিচালনা করা প্রয়োজন। বর্তমান কার্যক্রম পরিচালনার বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রথম পদ্ধতিতে ৫০-১০০ কারখানা আওতাভুক্ত করে কমপক্ষে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বা দেড় লক্ষ শ্রমিককে এর আওতায় আনা হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিপূরণ) রপ্তানিমূখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার পুরো ৪ মিলিয়ন বা ৪০ লক্ষ শ্রমিককেই আওতাভুক্ত করবে।

বর্তমান ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুবরণ- ৳ ২০০,০০০
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত স্থায়ী অক্ষমতা- ৳ ২৫০,০০০
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত অস্থায়ী অক্ষমতা- এক বছর পর্যন্ত আংশিক বেতন
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত চিকিৎসা সেবা- মালিক প্রদান করে
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত স্থায়ী অক্ষমতা/ মৃত্যু- কেন্দ্রীয় তহবিল সর্বোচ্চ- ৳ ৩০০,০০০ অনুদান দিয়ে থাকে

মালিক দ্বারা অর্থায়ন করা হয়

ব্রিজিং সল্যুশন

বর্তমান ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

+

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুবরণ- শ্রমিকের পরিবার কিস্তি আকারে আর্থিক সেবা পাবে
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত স্থায়ী অক্ষমতা- শ্রমিক কিস্তি আকারে আর্থিক সেবা পাবে
- কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন কর্মসূচি সীমিত আকারে বাস্তবায়িত হবে
- কর্মস্থলে চিকিৎসা সেবা আরও কার্যকর করা হবে
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কমাতে কারখানার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে
- শ্রমিকদের একটি ডাটা বেজ তৈরি করা হবে

মালিক এবং ব্র্যান্ড দ্বারা অর্থায়ন করা হবে

সম্পূর্ণ ILO কনভেনশন 121 বাস্তবায়ন

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুবরণ- শ্রমিকের পরিবার কিস্তি আকারে আর্থিক সেবা পাবে
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত স্থায়ী অক্ষমতা- শ্রমিক কিস্তি আকারে আর্থিক সেবা পাবে
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত অস্থায়ী অক্ষমতা- শ্রমিক সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কিস্তি আকারে আর্থিক সেবা পাবে
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত চিকিৎসা সেবা- শ্রমিক সম্পুর্ণ চিকিৎসা সেবা পাবে
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত শারীরিক এবং বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন সেবা- সকল পুনর্বাসন সেবা শ্রমিক পাবে
- কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন কর্মসূচি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে

মালিক মাসিক ভিত্তিতে শ্রমিকের বেতনের শতাংশ হিসাবে একটা সরকার দ্বারা স্বীকৃত এবং ত্রিপক্ষিয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তহবিলে জমা দিবেন।

SHUROKKHA Advocacy for Employment Injury Insurance
Laudes Foundation
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
actionaid